গাংনীতে অবৈধ ভাবে ডিজেল মজুদের চেষ্টার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে লরি থেকে তেল নামানোর ঘটনায় গাড়ির চালক ও তেল ক্রেতার নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতের মাধমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলেন, একই উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে উজ্জ্বল হোসেন ও সাহেব নগর গ্রামের রিপন হোসেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন জানিয়েছেন, রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে অবৈধ ভাবে অধিক মুলে বিকির উদ্দেশে লরি থেকে তেল নামানোর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছে থাকা সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল তেল বোঝায় লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।

অবৈধভাবে তেল বেচাকেনার দায়ে লরি চালক উজ্জল হোসেন ও তেল কেনায় জড়িত রিপন আলীর বিরুদ্ধে মামলা শেষে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত জয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার জয়, তার বন্ধু জিতু ও তাদের সহযোগীরা সংবাদটি বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে মুছে ফেলার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা নিউজ পোর্টালের কমেন্ট সেকশন এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গাংনীতে কর্মরত একাধিক সংবাদকর্মী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হামলার ঘটনার পর কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর জয় ও তার অনুসারীরা কয়েকজন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশে ‘খারাপ পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলেন, ঘটনার সত্য তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন উল্টো আমাদেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এদিকে, হামলায় আহত দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক সুমন আলীর পরিবার এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, কোনো ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে যুবক নিহতের ঘটনায় বাসে আগুন-ভাংচুর, প্রতিবাদে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের মারধরে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর রাতে ৩টি বাসে আগুন দিয়েছে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা। এর প্রতিবাদে সকালে সড়ক অবরোধ করে ঝিনাইদহের বাসের শ্রমিকরা।

গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পোড়া বাস নিয়ে অবরোধ শুরু করে। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

উল্লেখ, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শহরের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাম্পের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় ফারদিন আহম্মেদ নিরব নামে এক যুবক। এ ঘটনায় রাতে শহরের আরাপপুরে একটি তেল পাম্প ভাংচুর ও রাত ২ টার দিকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজ হোসেন বলেন, রাতে বাসে যারা আগুন দিয়েছে তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আশ্বাস নেওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে শ্রমিকরা। এবিষয়ে শহরের সুধিজনরা নাম প্রকাশ না করার সর্তে বলেন কথায় কথায় তারা বাস দোকান-পাঠ, বাসা বাড়িতে আগুন দেবে এটা মেনে নেওয়া যায়না। যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যখন সারা শহরে শোক ও প্রতিবাদ চলছে সেই সুযোগে বৈসম্যবিরোধী নামধারী কয়েকজন ছাত্র-যুবক বাসে আগুন দিয়ে তিনটি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে পোষাকের সোরুম বন্ডে আগুনসহ কয়েকজনের ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একই সূত্রে গাথা। সব অপরাধের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবী করেন তারা।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আলোচিত গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় আটক ৩

মেহেরপুর শহরে চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ টগর খাতুন হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত তিন শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যার ব্যবহৃত বস্তা, রশি ও নিহত টগর খাতুন এর গহনা ও গহনা বিক্রির টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

হত্যার সাথে জড়িত আটকৃতরা হলেন শহরের কাশ্যবপাড়ার আনারুলের ছেলে নাসিম হায়দার শীতল (১৭) একই এলাকার রসুল ঘরামির ছেলে নাজমুল হাসান তানভীর (১৭) ও সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে আসিব হোসেন ওমর (১৫)।

পুলিশ বলছে হত্যাকারী শীতলের কাছে পাওনা ৩০ হাজার টাকা চাইলে শীতল টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতিবেশী ভাবী টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে এনে হত্যা করে লাশ গুম করে।

গত ৬ জানুয়ারি বিকালে ক্যাশব পাড়ার পরিত্যক্ত একটি জমি থেকে টগর খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর খাতুন গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে সদর থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় তিনজন কে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শীতল তার বন্ধু অমর কে দিয়ে প্রতিবেশী ভাবি টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসেন।

এসময় আগে থেকেই আরেক বন্ধু তানভীর শীতলের বাসভবনে অবস্থান করে। টগর বাসায় প্রবেশ করলে শীতল ও তানভীর একটি রশি দিয়ে টগর খাতুনের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

পরে লাশ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের বস্তায় নিহত টগরকে ভরে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে পাশের পরিত্যক্ত জমিতে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হত্যার পর শীতল ও তানভীর নিহত টগর খাতুনের শরীরে থাকা গহনা খুলে শহরের

স্বর্ণপট্রিতে একটা দোকানে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

ঘটনার দিন বিকেলে স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকে দেখে পুলিশ কে খবর দিলে সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করে।

ঘটনার পর নিহত টগর খাতুনের স্বামী সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা কয়েকজন কে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করেন থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহস্পতিবার রাতে শীতল, তানভীর ও ওমর কে আটক করে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পরে পুলিশ আটক আসামিদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণালংকার, লাশ গুমের বস্তা, রশি ও স্বর্ণলঙ্কার বিক্রি নগদ টাকা উদ্ধার করেন।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে আটক আসামিদের মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ওসি নিশ্চিত করেন।

আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা

দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে চুরি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা। ফলে চরমভাবে অবনতি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বিগত অক্টোবর-২০২৫ থেকে এলাকায় ছোট-বড় বেশ কয়েকটি চুরি, ছিনতায় ও ডাকাতির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সচেতন মহল সহ ভুক্তভোগীরা।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হবার আহ্বান উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের। গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে থানা এলাকাযর চিৎলা টু জুড়ানপুর সড়কে দুটি দোকানে চুরি সংগঠিত হওয়ার খবর পাওয়া

গেছে। প্রায় প্রতিনিয়তই এ সকল ভয়াবহ চুরির ঘটনায় মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার ও বিচরণকে দায়ী করছেন স্থানীয় সুশীল সমাজ, সংবাদ কর্মী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দিনমজুর সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ও স্থানীয় একাধিক শ্রেণী পেশার সচেতন মহলের ভাস্যমতে উল্লেখিত বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভুক্তভোগীরা তাদের চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করতে থানাতে লিখিত অভিযোগ করলেও আজও পর্যন্ত জড়িত অপরাধীদেরকে আটক কিংবা চুরি যাওয়া মালামাল এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি থানা পুলিশ। স্থানীয়রা চুরির এ সকল ঘটনায় অবাধ মাদক ব্যবসায়ী ও প্রবণতাকে দায়ী করছেন।

লিখিত অভিযোগ ও ভুক্তভোগীদের তথ্য মতে,উপজেলার মডেল থানা এলাকায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত বেশ কিছু ছোট-বড় চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতের ঘটনা ঘটেছেন বলে খবর পাওয়া যায়।যার মধ্যে একাধিক দুঃসাহসিক চুরি’র ঘটনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে-১৬ অক্টোবর দামুড়হুদা সদরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার তারেফ ফল ভান্ডারে রাতের আঁধারে তালাবদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ১২ হাজার ৫’শ টাকার বিভিন্ন মালামাল চুরি’র ঘটনা ঘটে,১১ ই নভেম্বর দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের গোবিন্দহুদা গ্রামের সরকারি চাকরিজীবী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষিকা দম্পতির তালাবদ্ধ বাসভবনের ভেঙে প্রায় চার লাখ টাকার স্বর্ণালংকার সহ নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্র,২০ ডিসেম্বর উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দিনের আলোতে ভুক্তভোগী শ্রী চন্দন কুমার বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তির ব্যবহৃত চুয়াডাঙ্গা ল: ১২-১২৬৯ নম্বর রেজিস্ট্রেশনের ২ লাখ টাকা মূল্যের মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল, ২৯ ডিসেম্বর রাতে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের মুন্সিপুর সীমান্তবর্তী গ্রামের সুরাত আলী নামের এক ভুক্তভোগীর পরিবারের বসত বাড়ির তালা ভেঙ্গে জমি বিক্রয়ের প্রায় ৭ লাখ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্রের সদস্যরা।

সর্বশেষ চলতি জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে দিবাগত রাতে থানা এলাকার চিৎলা টু জুরানপুর পাকা সড়কের পাশে খাদিজা স্টোর নামের এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে চুরির ঘটনা ঘটে।প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তারিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই চুরির ঘটনায় তার দোকানে থাকা নগদ ৪ হাজার ৫’ শ ঢাকা সহ সর্বমোট ২০ হাজার ৫’ শ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।

একই সড়কে একই দিনে সুমন ফল ভান্ডার নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও নগদ ১৩ হাজার টাকা সহ দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্র।এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সুমন আলী জানিয়েছেন তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকাসহ সর্বমোট ২৭ হাজার ৮’ শ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে।এক রাতে দুইটা চুরির ঘটনায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী মহলের অনেকেই।

প্রাপ্ত অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, দুটি থানা এলাকা নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা গঠিত। যার একটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা অপরটি দর্শনা থানা এলাকা। যার মধ্যে দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা ৫ টি ইউনিয়ন দামুড়হুদা সদর, হাউলি, জুরানপুর, নাটুদহ ও সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এছাড়াও প্রায় ১০দিন আগে থানা এলাকার কার্পাসডাঙ্গা টু কুতুবপুর সড়কে প্রায় ৪/৫ জন যাত্রী বেঁধে রেখে ডাকাত দলের সদস্যরা নগদ টাকা সহ স্বর্ণালংকার লুট করে নেন। এছাড়াও,থানা এলাকার উল্লেখিত ইউনিয়ন সমূহের কোন না কোন গ্রামে প্রায় প্রতিনিয়ত ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটছে বলে একাধিক সূত্রে নিশ্চিত হওয়া যায়। এ সময় গৃহপালিত পশু ছাগল,সাংসারিক আসবাবপত্র, অসহায় দিনমজুর পরিবারগুলোর বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল পাখি ভ্যান চুরি’র ঘটনা ঘটছে। এদের আবার বেশিরভাগই ভুক্তভোগী থানায় লিখিত অভিযোগ করছেন না বলেও জানা যায়।

অনুসন্ধান আরও বলছে, দামুড়হুদা থানা অন্তর্গত ইউনিয়ন গুলোর প্রায় প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মাদকের অবাধ বিচরণের ভয়াবহ প্রবণতার বিষয়ে স্থানীয় সচেতন মহল কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে সন্তানদের আগামীর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত।সচেতন মহল্লা বাসী ও অভিভাবকদের অনেকের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে পাড়া মহল্লার অলি গলিতে মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় থেকে মাদকদ্রব্য তুলে দিচ্ছেন তরুণ কৃষক ও যুব সমাজের হাতে।দামুড়হুদা উপজেলা সদর সহ দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকার সকল ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রাম সহ আশপাশ পাড়া মহল্লায় প্রায় ২০০ টির মত মাদকের স্পটে নিয়মিত অবাধে মাদক বিক্রি করছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাদক বিক্রেতারা। এসকল মাদক স্পট গুলোতে মাদকদ্রব্য সেবনের জন্য ক্রয় করতে আসা প্রত্যেকের বয়স বেশিরভাগ ১৫-৩০ বছরের মধ্যে, তবে সবচেয়ে বেশি মাদকদ্রব্য ক্রয় ও সেবনে উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিশোর তরুণ যুবসমাজ,যাদের প্রত্যেকের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। সকল

মাদকের আঁকড়ায় ফেনসিডিলের পরিবর্তে আসা বিভিন্ন নেশা জাতীয় স্রাব, হেরোইন, ইয়াবা, গাঁজা ও বাংলা মদ বিক্রি করা হচ্ছে বলেও স্থানীয়দের একাধিক সূত্রে অভিযোগ রয়েছে।

অবাদে মাদক বিক্রি ও প্রসারের ফলেই থানা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে রাতের আঁধার কিংবা দিনের বেলাতে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি সহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি দেখা যাচ্ছে। স্থানীয়দের অনেকে আবার মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানা পুলিশ সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান কঠোর পদক্ষেপ না থাকাকেই দায়ী করছেন এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সচেতন সচেতন মহল।

দামুড়হুদা উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির খুবই ভয়াবহ অবস্থা।সামাজিক পেক্ষাপটে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরকে আরো তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে মাদকের বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে।

মাদক থেকেই সকল ধরনের অপরাধের সূত্রপাত ঘটে।তাই মাদক নিয়ন্ত্রণে সামজিক সচেতনা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরী।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা এ বিষয়ে কার্যক্রম করতেছি। ইতিমধ্যেই কিছু চোর ধরে আমরা জেল হাজতে প্রেরণ করেছি। এছাড়াও যে চুরির ঘটনা ঘটছে তা আমরা শনাক্ত করার চেষ্টা করছি।

দর্শনায় দিনদুপুরে ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় মূলহোতা ইসলামসহ গ্রেফতার ৪

দর্শনা থানা পুলিশ দিনভর অভিযান চালিয়ে দর্শনায় দিনেদুপুরে খৃষ্টান বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ইসলামসহ ৪ জনকে গ্রেফতার

করা হয়েছে। ২ আনা স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ কোথায় গেলো। এ নিয়ে দর্শনায় নানা গুন্জন চলছে।

গত মঙ্গলবার দর্শনা আমতলা পাড়ার মনজু ঘোষ সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে র্স্বণসহ নগদ টাকা চুরি হয়ে গেছে। চোরদের মূলহোতাসহ ৪জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে আংশিক স্বর্ণ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনজু রানী সাংবাদিকদের বলেন, কিছু স্বর্ণ উদ্ধার হলো। তাহলে বাকি স্বর্ণ ও নগদ টাকা, ডলার কোথায় গেলো। এ দাবী তার ভাই ডেবিড ঘোষও করেন।

গত মঙ্গলবার দিনরাত অভিযান চালিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রাম থেকে দর্শনা মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত বারেকের ছেলে চিহ্নিত আলোচিত চোর ইসলাম(৪৩) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রামের তাপস বিশ্বাস বাবুলের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী তপন বিশ্বাস(৩৭), একই গ্রামের অমৃত্য কুমার কর্মকারের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী অর্নব কুমার (২৭)কে গ্রেফতার করে ঐ এলাকা থেকে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা আমতলা পাড়ার লিয়াকত আলীর স্ত্রী চায়না বেগমকে (৩০) গ্রেফতার করে।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২ টি আংটির ভাঙ্গাচোরা টুকরো স্বর্ণ উদ্ধার করে। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তারা স্বীকার করে। তাদের স্বীকারোক্তিতে বলে ২টি আংটি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি উদ্ধার করে। গত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি। তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করেছে। সেই সাথে তাদের রিমান্ডের আবেদন করেছে। রিমান্ডে নিলে বেরিয়ে আসবে আসল চুরির রহস্যগত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার সঙ্গবদ্ধ চোরেরা, ঘরের গ্রীল কেটে ২১ ভরি স্বর্ণ নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার মনজু ঘোষ জানান সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এ সময় চোরের দল ঘরের আলমারী ভেঙ্গে নগদ ২ লক্ষ টাকা ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২ টি স্বর্ণের আংটি ৭ জোড়া হাতের রুলি, নাক ফুলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চোরেরা

নির্বিঘ্নে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার জেরে দর্শনা থানা পুলিশ মূলহোতাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় মন্জু রানী ঘোষ সে সময় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ ও টাকা কোথায় গেলো এমনটি দাবী করেছেন মন্জু রানী ঘোষ ও তার ভাই ডেবিড ঘোষ।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমির জানান, আসামী অন্তরকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে দর্শনার আজিমপুর এলাকার এক সাংবাদিক আমাকে ফোন করেন।

ঝিনাইদহে সরিষার তেলে পোড়া মবিল মেশানোর ঘটনায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহে প্রসিদ্ধ সততা অয়েল মিলের সরিষার তেলে শত্রুতাবশত পোড়া মবিল মেশানোর ঘটনায় শহরের খন্দকার পাড়ার বাসিন্দা মৃত তোজাম বিশ্বাসের ছেলে ও নতুন হাটখোলার সোনালী তোতা অয়েল মিলের কর্মচারী আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশরাফ মিস্ত্রিকে আজ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে ঝিনাইদহের একটি আদালত।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের ১৬ ডিসেম্বর মধ্য রাতে ঝিনাইদহের হামদস্থ শেরে বাংলা অয়েল এন্ড রাইস মিলের মালিক আঃ মালেক ও কালীচরণপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমানের পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ মদদে ব্যবসায়ী নওশের আলীকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সততা অয়েল মিলসের ১২ ড্রাম সরিষার তেলের মধ্যে পোড়া মবিল মিশিয়ে দেই এই আসামী আশরাফ সহ আরো পাঁচজন। ঐ সময় ঘটনাটি সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় বাদী হয়ে নওশের আলী ঝিনাইদহ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যা পরবর্তীতে এজাহার হিসেবে (মামলা নম্বর এসটিসি-৮৩/১১) রেকর্ড হলে, মামলার আইও এসআই আজিজুর রহমান তদন্ত করে ৭জনকে আসামী করে অভিযোগ পত্র দেন। মামলা চলাকালীন সময়ে ২০২১ সালে হাফিজ

চেয়ারম্যান মারা যান। ১৪ বছরের দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ মামলার রায় প্রদান করেছেন ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক মোঃ মাহবুব আলম। রায়ে তিনি স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট-১৯৭৪ এর ২৫(গ) ১(ক) ধারায় দোষী সাবস্ত করে আসামী আশরাফ কে যাবজ্জীবন (১৪ বছর) কারাদন্ড দিয়েছেন।

মামলার বাদী মরহুম নওশের আলীর পুত্র সততা অয়েল মিলসের বর্তমান সত্বাধিকারী মিরাজ জামান রাজ জানান, রায়ে তিনি আংশিক সন্তুষ্ট। তবে মূল পরিকল্পনাকারী অর্থদাতা শেরে বাংলা অয়েল এন্ড রাইস মিলের মালিক আব্দুল মালেক সহ সহযোগী আসামীরা খালাস পেয়েছেন বলে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন অন্যান্য আসামীদেরও ছাড় দেয়া হবেনা, তাদেরও শাস্তি নিশ্চিতের জন্য তিনি উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

দর্শনায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দর্শনায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার দর্শনার এক স্কুল শিক্ষিকার বাড়িতে দিনে-দুপুরে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে।

গত মঙ্গলবার সকালে কোনো এক সময় পৌর শহরের আমতলাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে দর্শনা থানা পুলিশ চোর সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, দর্শনা আজমপুর ইটভাটা পাড়ার আশরাফুলের ছেলে আনিছ (১৭), একই গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে অন্তর হোসেন ওরফে মারুফ খান (২৮) ও হারুনের ছেলে হৃদয় কে (২৫) বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার চোরেরা, ঘরের গ্রীল কেটে ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার মনজু ঘোষ সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে

দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এ সময় চোরের দল ঘরের আলমারী ভেঙ্গে নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২ টি স্বর্ণের আংটি, ৭ জোড়া হাতের রুলি ও নাক ফুলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চোরেরা নির্বিঘ্নে নিয়ে পালিয়ে যায়। গতকাল তাদের তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার ঝাঝরিতে কৃষক হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের

চুয়াডাঙ্গার ঝাঝরি গ্রামে পুকুরের চারিধারে জিআই তারে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে কৃষক হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে লিজ গ্রহীতা আব্বাস আলী ও আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে।

এঘটনায় নিহত চাঁন মিয়ার পিতা ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এদিকে ঘটনার পর থেকে আব্বাস ও জলিল আত্নগোপন করেছেন।

পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে প্রভাবশালী আব্দুল জলিল বিষয়টি অর্থ দিয়ে ধামাচাপা দেবার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করেছে। তবে গ্রামবাসি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি অব্যাহত রেখেছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আওতাধীন ঝাঝারি কৃষি খামারের ২টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছেন কোটালী গ্রামের মৃত হারুন মেম্বরের ছেলে প্রবাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল ও ঝাঝরি গ্রামের রজব আলীর ছেলে এলাকার চিহ্নিত কারবারি আব্বাস আলী।

লিজ গ্রহীতারা পুকুরের মাছ চুরি ও বণ্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের চারিধারে জিআই তার দিয়ে বেড়া দিয়েছেন।

গ্রামবাসি জানায়, মাছ রক্ষা করার অযুহাতে লিজ গ্রহীতারা ওই জিআই তারে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে রাখে। প্রায় সময় ওই তারের বিদ্যুত

সংযোগ দিয়ে বণ্যপ্রাণী হত্যা করে থাকে তারা।

গত রোববার সকাল সাড়ে টার দিকে ঝাঝরি গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে এক সন্তানের জনক কৃষক চাঁন মিয়া (২৫) মাঠে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। ঘাস কাটার একপর্যায় চাঁন মিয়ার পানির পিপাশা লাগলে। সে পুকুরের পাড়ে মোটরপাম্প থেকে পানি পান করতে যায়। একপর্যায় চাঁন মিয়ে বিদ্যুত সংযোগের ওই তারে হাত পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যায়।

এঘটনায় পরের দিন চাঁন মিয়ার পিতা সাহেব আলী বাদি হয়ে জিআই তারে বিদ্যুৎ সংযোগকারি পুকুরের লিজ গ্রহীতা এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল ও ঝাঝরি গ্রামের চিহ্নিত মাদককারবারি আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এদিকে ঘটনার পর থেকে অবস্থা বেগতিক বুঝে জলিল ও আব্বাস গা ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন বলে জানাগেছে। এ হত্যা মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার এসআই অনুজ কুমার বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার পিতা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩০৪ (ক) ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এদিকে গ্রামের একটি সূত্র জানিয়ে প্রভাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল বিষয়টি অর্থ দিয়ে মিমাংশা করার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মিমাংশা করার দায়িত্ব নিয়ে গোপনে বাদি পক্ষকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন বলে জোর গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে।

তবে গ্রামবাসিদের জোরদাবি চাঁন মিয়া হত্যার বিষয়টি সঠিক তদন্ত পূর্বক পুলিশ যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থ গ্রহণ করেন।